বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আত্মার আলো

সূফীবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার ১৪ মে ২০১৫ ॥ ৩১ বৈশাখ ১৪২২ ॥ ২৫ রজব ১৪৩৬ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ২য় বর্ষ সংখ্যা ২

হাদিয়া : ১০ টাকা

খাজা গোলাম রব্বানীর (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

তুমি যদি পূর্ণ মুমিন হতে চাও

শরীয়তের ছোট বড় হুকুম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানিয়া চল

কেউ যদি ওযু-গোসল ছাড়া, শরিয়তের কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ছাড়া, যদি কোন লোক আকাশ দিয়া উড়িয়া যায় কিংবা পানির উপর দিয়ে হাঁটিয়া যায় এবং যদি দেখ মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে, তবুও তাকে অনুসরণ করিও না। কারণ তার ভিতরে শরিয়তের আমল নাই বিধায়, তার নিকট গেলে ঈমান নষ্ট হইয়া যাইবে

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারাহ্ এর ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহতায়া'লা বলেন– 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানুদ্ খুলু ফিসসিলমে কাফ্ফাতান, ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিস শায়তনে, ইন্নাহু লাকুম আদুব্বুম্মুবিন।

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

শয়তানের প্রকারভেদ : মানুষ সুরতি শয়তান, জ্বীন শয়তান, খবিশ শয়তান, নফস শায়তান, আরওয়াহ্ শয়তান।

সুরা আনফাল এর ২ নং আয়াতে আল্লাহতায়া'লা বলেন– 'ইন্নামাল মু'মিনুনাল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজ্বিলাত কুলুবুহুম। অর্থ: নিশ্চয় মু'মিন তারাই, যখন তাদের সামনে আল্লাহর যিকির করা হয়, তখন তাদের অন্তর

২-এর পাতায় দেখুন

কোরআন ও হাদিসভিত্তিক আদব রক্ষা করে চলা অপরিহার্য কর্তব্য

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

বেয়াদব (Impertinent) আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে। বেয়াদবি, হটকারিতা পরিহার করা প্রসঙ্গে, পবিত্র কোরআনে সুরা ফোরকান-এর ৬৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'ওয়া ইবাদুর রাহ্মানিল-লাযীনা ইয়ামশুনা আলাল আরদ্বি হাওনা'। অর্থ : তারাই আল্লাহ্তায়া'লার বিশিষ্ট বান্দা, যারা ভূ-পৃষ্ঠে নম্রতা ও বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে।

আদব-আজিজ-এনকেছারী-বিনয়-নম্র ও ভদ্রতার ব্যাপারে সূরা লোকমানে আল্লাহ্তায়া'লা আরোও বলেন– 'ওয়ালা তুস্বা'য়্যির খাদ্দাকা লিন্নাসি ওয়ালা তাম্শি ফিল আরদ্বি মারাহান্; ইন্নাল্লাহা লা-ইউহিব্বু কুল্লা মুখতালিন ফাখুর। ওয়াকস্বিদ ফী মাশইকা ওয়াগদুদ্ব মিন্-স্বাওতিকা'।

অর্থ : হযরত লোকমান (আ:) তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে নসিহত করে বলেন, বৎস মানুষের দিক হইতে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং দম্ভভরে ভূ-পৃষ্ঠে চলিও না, নিশ্চয়ই আল্লাহতায়া'লা কোন অহংকারী দাম্ভিক বা বেয়াদবকে পছন্দ করেন না। আর নিজ চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর, নিজের কণ্ঠস্বর নিচু কর। সূরা লোকমান আয়াত ১৮ ও ১৯।

আল্লাহ্তায়ালা ওয়াদা করেছেন, যে ব্যক্তি আদব নম্রতা-ভদ্রতা অবলম্বন করিবে তাকে আল্লাহতায়া'লা উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। এছাড়া বিনয়-ভদ্রতা হচ্ছে ঐক্যের মূলমন্ত্র। যে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিনয় ও নম্রতা থাকবে, তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে পারে না। আনফাসে ঈমান নম্রতার মধ্যে আকর্ষণ বৈশিষ্ট বিদ্যমান থাকে। নম্র ও ভদ্রলোকের প্রতি মানুষের মহব্বত সৃষ্টি হয়।

সূরা হুজ্রাত ১ ও ২ নং আয়াতে আদবের ব্যাপারে আল্লাহতায়া'লা বলেন– (ইয়া আইয়্যুহাল লাযীনা আমানু লা-তুকাদ্দিমু বাইনা ইয়াদায়িল্লাহি ওয়া রাসুলিহি ওয়াত্তা কুল্লাহা ইন্নাল্লাহা সামীউন্ আলীম। ইয়া আইয়্যুহাল লাযীনা আমানু লা-

২-এর পাতায় দেখুন

কোরআনে আউলিয়া কেরামগণের মর্যাদা

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

(১) ওয়ালা তাকুলূ লিমাই ইউক্বতালু ফী সাবীলিল্লাহি আমওয়াত, বাল আহ্ইয়া কিল্লা তাশ'উরুন। (সুরা আল বাক্বারা-২;১৫৪)

অর্থ ঃ যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে, তাদেরকে মৃত মনে কর না বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বোঝ না, খবর রাখ না।

(২) অলা-তাহ্সাবান্নাল্লাযীনা কুতিলূ ফী সাবীলিল্লা-হি আম্ওয়া-তা-; বাল্ আহ্ইয়া-উন্ 'ইন্দা রব্বিহিম্ ইউরযাকুন্। (সূরা আল ইমরান-১৬৯)

অর্থ ঃ যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে তাদেরকে মৃত মনে কর না। তারা বরং জীবিত, স্বীয় রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত, স্বীয় রবের পক্ষ থেকে রিযিক প্রাপ্ত।

(৩) ওয়ামাইঁ ইয়ুত্বি' ইল্লা-হা ওয়ার রাসূলা ফাউলায়িকা মা'আল্লাযীনা আন্‘আমাল্লা-হু'আলাইহিম্ মিনান্না বিয়্যীনা ওয়াছি্ছদ্দিক্বীনা ওয়াশ্শুহাদায়ি ওয়াসসলিহীন ওয়া হাসুনা উলায়িকা রাফীক্বা। (সূরা নেছা-৬৯)

আর্থ ঃ সত্যবাদি, শহীদ সিদ্দীকগণ আল্লাহ ও রাসুল (স) এর আশেক। তারা বেহেশতে নবী (স) এর সঙ্গী হবেন। তাঁরা কতই না সুন্দর।

হযরত আলী (র) এরশাত করেন যে, আমার অন্তরে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তানাদি, মাতা-পিতা এমন কি শীতল পানি অপেক্ষোও নবীকারিম (স) এর ভালবাসা অধিক প্রিয়। (হাদিস-মাদারেজুন নবুয়্যত)

নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধদেও কোন মৃত্যু নেই বরং তারা স্থানান্তরিত হয়। ধ্বংসশীল ইহজগৎ থেকে পরজগৎতে। (আল হাদিস)

নিশ্চয়ই আমার বন্ধগন আমার জুব্বার অন্তরাওে অবস্থান করেন। আমি এবং আমার আউলিয়াগন ব্যতিত তাদের পরিচিত সম্বন্ধে কেহই অবগত নয়। (আল হাদিস)

লাইলাতুল বরাতের গুরুত্ব

(Importance of Lailatul Barat)

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

সূরা আদ দোখান, আয়াত : ৩

ইন্না আন্য্বালনা হু ফী লাইলাতিম মুবারাকাতিন্ ইন্না কুন্না মুন্যিরীন

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি এটি এক মঙ্গলময় রজনীতে অবর্তীণ করেছি, নিশ্চয় আমিই সর্তককারী।

সুতরাং লাইলাতুল বরাতের ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে– এটাই আমার পরিক্ষীত অভিমত।

হাদিস : ক্বালান নাবিয়্যু সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইজা কানাত লাইলাতুন নিসফি মিন শা-বানা। ফা-কু-মু লাইলাহা ওয়া সু-মু-ইয়াও মাহা ফাইন্নাল্লাহা তাআলা ইয়ানজিলু ফি-হা লিগুরু বিশ শামসি ইলাস সামা ইদদুনিয়া ফায়াক্কুলু আলামান মুসতাগফিরুন ফাগফিরলাহু। আলা-মান মুসতারজিক্কুন ফাআর জুক্বহু, আলা মান মুবতালিয়ান ফাউ আফিহি। আলাকাজা আলাকাজা হাত্ত্বা ইয়াত্লু আল ফাজর (রাওয়া হুবনু মাজাহ)।

অর্থ : রাসুল (স.) বলেছেন, যখন শাবান মাসের ১৫ তারিখ উপস্থিত হয়, তোমরা ওই রাত্রে বেশি করে নফল ইবাদত করিও এবং ঐ দিনে রোজা রাখিও কেননা আল্লাহ তা'য়ালা ওই দিন সূর্যাস্তের সময় প্রথম আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, তোমাদের মধ্যে কে ক্ষমা প্রার্থী আছ? আমি আজ তাকে ক্ষমা করব। তোমাদের মধ্যে কে জীবিকাপ্রার্থী আছ? আমি আজ তাকে রিজিক দান করব। তোমাদের মধ্যে বিপদগ্রস্ত কে আছ? আজ আমি তার বিপদ দূর করে দিব। আল্লাহ তা'য়ালা ফজর পর্যন্ত এইভাবে প্রত্যেক হাজতমন্দকে ডেকে বলে থাকেন।

হাদিস : ওয়া ক্বালা আলাইহিস সালাম, মান সামা ছালাছাতা, আইয়্যামিম মিন শা-বানা, বাআছাহুল্লাহু ইয়াউমাল ক্বিয়ামাতিন আলা না-ক্বাতিম মিন নুক্বিল্ জান্নাহ। (নাক্বালাহুবনু নুবাতাহ) অর্থ: হুজুর

২-এর পাতায় দেখুন

বিভ্রান্তিতে আছেন যারা...

নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি

কর্ম ব্যস্ততার কারণে সামাজিক যোগাযোগ তেমন একটা হয়ে ওঠে না আজকাল। এক সময় সাহিত্য আড্ডা, মিটিং সমাবেশ কত জায়গায় গেছি। এমন কি ঢাকা থেকে অনেক দূরের গন্তব্যে যেতেও দ্বিধা হত না। বলা যায় পুরনো বন্ধু-বান্ধব অনেকের সাথে বছরের পর বছরও যোগাযোগ নেই। সে ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশে ফেসবুক-টুইটার-ভাইভার এসব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গতি সঞ্চার করছে। ব্যক্তিগতভাবে যাদের সঙ্গে বহুদিন যোগাযোগ নেই, তাদের অনেকের সাথে যোগাযোগ ঘটে যায় ফেসবুকের মাধ্যমে। ফেসবুক একাউন্ট খোলার পর প্রথম দিকে নিয়মিত বসলেও গত কয়েক মাস ব্যস্ততার কারণে বসাই হয়নি। হঠাৎ সেদিন গভীর রাতে কৌতুহল বশত ফেসবুক ওপেন করে দেখি অনেকেই আমাকে স্মরণ করেছেন। কেউ আবার বার্তা পাঠিয়েছেন, কেউ বন্ধু হওয়ার জন্য ফ্রেণ্ড রিকোয়েস্ট, কেউ পুরনো দিনের স্মৃতি জাগানির কোন ধুসর ছবি ট্যাগ করেছেন। এসব দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হলো, আমিতো আমার পীর ও মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের একখানা ছবি মোবারক আপলোড করতে পারি। যেই ভাবা সেই কাজ। গভীর নিমগ্ন মুর্শিদকেবলার সৌম্যকান্ত চেহারার ছবিখানা আপলোড করার পর বেশ দ্রুত সাড়া মিললো। যারা সূফী-সাধক, পীর-ফকির-দরবেশ, অলি-আল্লাদের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল, তারা অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। যারা নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন, তারা খুশি হবেন না এটাই

৩-এর পাতায় দেখুন

তুমি যদি পূর্ণ মুমিন হতে চাও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কম্পিত হয়। অর্থাৎ, শরীর কাঁপিয়া ওঠে এবং এক ধরণের হাল-জয্বা হয়।

সুরা মু'মিন, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ নং আয়াতে আল্লাহতায়া'লা বলেন– 'ওয়াক্বা লাল্লাযী আমানা ইয়া ক্বাওমিত তাবিউনি আহ্দিকুম সাবীলার রাশাদি। ইয়া ক্বাওমি ইন্নামা হাযিহিল হায়া-তুদ্ দুন্ইয়া মাতাউওঁ ওয়া ইন্নাল আখিরাতা হিয়া দারুল ক্বারার। মান্ আমিলা সাইয়ি আতান্ ফালা ইউজযা ইল্লা মিছ্লাহা ওয়ামান্ 'আমিলা ছালিহাম্ মিন্ যাকারিন্ আওউন্ছা ওয়া হুওয়া মু'মিনুন্ ফা-উলাইকা ইয়াদ্খুলুনাল্ জান্নাতা ইউরযাকুনা ফীহা বিগাইরি হিসাব।

অর্থ: সে মুমিন ব্যক্তি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করব। হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী ভোগের বস্তুমাত্র এবং পরকাল হল স্থায়ী নিবাস। যে পাপ করে, তাকে সেই পাপের প্রতিফল প্রদান করা হবে এবং যে নেক কাজ করে, সে পুরুষ হোক বা নারী হোক, সে প্রবেশ করবে জান্নাতে এবং সেখানে অপরিমিত রিযিক দেয়া হবে।

হে পাঠকগণ! এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা মুমিন ব্যক্তির কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন কেন? মুমিন ব্যক্তির পথ অনুসরণ করতে বললেন কেন? যারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন– কোন পীর-মুর্শিদের কাছে যাওয়ার দরকার নাই। অথচ আল্লাহতায়ালা সুরা মুমিন আয়াত-৩৮, ৩৯ ও ৪০ নম্বরে মুমিন ব্যক্তি বা কামেল মুর্শেদের কাছে যাওয়ার কথা বলেছেন। সুতরাং পীর কামেল মুর্শিদই মুমিন। মুমিন ব্যক্তি কাবার চাইতে অধিক সম্মানিত (ইবনে মাজহা)।

সূরা মায়িদাহ্ আয়াত ৪৮

'লিকুল্লিন্ জ্বা'আল্না মিনকুম্ শির্ আতাওঁ ওয়া মিন্হা জ্বা'। অর্থ: আমি তোমাদের জন্য দুটি পথ দিয়েছি। একটি শরীয়ত আরেকটি মারফত। এলেম দুই প্রকার। একটি জাহের এলেম আরেকটি বাতেনি এলেম। চার ইমামের ইমাম মালেক (রহ.) বলেন– যে শুধু শরীয়ত পালন করলো মারেফত পালন করলো না, সে হলো জিন্দীক বা কাফের আর যে, শুধু মারফত করলো শরীয়ত করলো না, সে হলো ফাসেক।

যে শরিয়ত ও মারেফত উভয় এলেমের উপর আমল করে, সে হকের মধ্যে আছে। ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.) বলেন– শরিয়তের এলেমের দ্বারা বাহিরকে দূরস্ত করে এবং এলমে মারেফতের দ্বারা ভিতরকে পবিত্র করে। তিনি আরো বলেন– আল্লাহ নৈকট্যলাভ করতে হলে শরীয়ত ও মারফতের উভয় আমলই হাছিল করতে হবে।

সম্মানীত পাঠকগণ! আপনারাই চিন্তা করিয়া দেখুন, শরিয়ত ও মারেফত-এর এলেম শিক্ষা করা দরকার আছে কি না? কিছু কিছু মানুষের ধারণা, তাঁরা বলে থাকেন– পীরের কাছে মুরিদ হলে অজু-গোসল, নামাজ, রোজা লাগে না। তাঁদের এ সমস্ত উক্তি করা ভ্রান্ত আকিদা। কাজেই যাঁরা এ সমস্ত ভ্রান্ত আকিদার শিক্ষা দেয়, তাঁরা নিজেরাও বিপদে আছে এবং তাঁদের অনুসারিরাও বিপদে আছে। কারণ, এ শিক্ষা দ্বারা মানুষ গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। একজন কামেল পীর কোনদিন বে-শরা শিক্ষা দিতে পারেন না। তাঁরা প্রকৃত পক্ষে রাসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সুন্নতের সত্য তরিকা শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাই, পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা হক্কানী কামেল পীর-মুর্শিদের নিকট যাওয়ার হুকুম করেছেন। সূরা তওবা। হক্কানী কামেল পীর যাঁরা, তাঁরা শরিয়তের ছোট-বড় যাবতীয় হুকুম-আহ্কাম ও তরিকতে আমল পালন করার জন্য, ভক্ত-মুরিদকে জোর আদেশ করেন। দুনিয়ামুখি বা আল্লাহভোলা মানুষদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামজের সাথে অজিফা আমল, মোরাকাবা-মোশাহেদা করাইয়া আত্মশুদ্ধি, দিলজিন্দা, নামাজে হুজুরি পয়দা করে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকেন।

কোরআন ও হাদিসভিত্তিক আদব রক্ষা করে চলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারফাউ আস্বওয়া তাকুম্ ফাওকা ছাওতিন নাবিয়্যি ওয়ালা তুযাহারু লাহু বিলক্বাওলি কাজ্বাহরি বা'দ্বিকুম লিবা'দ্বিন আন তাহ্বাত্বা 'আমালুকুম ওয়াআনতুম লা-তাশ্'উরূন।)

অর্থ: আল্লাহতায়লা বলেন– হে বিশ্বাসীগণ! রাসুলের সামনে অগ্রগামী হইও না, আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করিও না। কেননা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করা বা বড় করা চরম বে-আদবি। বে-আদবকে কখনও আল্লাহ পছন্দ করেন না'।

আদবের সাথে চলা, হাদিস থেকে দলিল দেয়া হলো : নবী করিম (সঃ) বলেছেন– মান্ লা আদাবা লাহু ফালা ঈমানা লাহু ওয়া লা তাওহীদা ওয়াশ শরীয়তা লাহু । অর্থ: যার আদব নেই, তার ঈমান ও তাওহীদ নেই। যার আদব নেই, তার শরিয়তও নেই। (আল হাদিস) যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহতায়ালা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। আদবের ব্যাপারে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রহ.) তাঁর রচিত গ্রন্থ মসনবি শরীফে উল্লেখ করেন যে, 'আয় খোদা জুইয়াম তাওফীকে আদব, বে আদব মাহরুম গাশত আয ফজলে রব। অর্থ: হে খোদা তুমি দয়া করে, আমাকে আদব ভিক্ষা দাও। কেননা বে-আদব আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত থাকে। জালাল উদ্দিন রুমী আরো বলেন– বে-আদব বা তা খোদরা দাশতে বদ বালকে আতেশ দারহামা আফাক যাক। অর্থ: বে-আদব শুধু নিজেকেই ক্ষতি করে না বরং সে পৃথিবীতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

মানুষরূপী শয়তান চেনার উপায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

চিন্তা আসতে পারে। এই চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে এবং নামাজে হুজুরি দিল সৃষ্টি করতে হবে। এই হুজুরি দিল সৃষ্টি করার জন্য মানুষকে কামেল গুরু বা মুর্শিদের সহবতে যেতে হবে। গুরু বা মুর্শিদের সহবতে আসলে, তাঁরা মানুষকে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন ও ক্বালবের সালিম করে একজন সাধারণ মানুষকে অসাধারণ মানুষে পরিণত করে তোলেন। আমার মনে আছে আমাদের জাকের ভাই দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সাহেব একদিন বলেছিলেন– বাবাজানের সান্নিধ্যে আসার আগে আমি ইবাদতে স্বাদ পেতাম না। কিন্তু বাবাজানের পবিত্র চেহারা মোবারক দেখার পর থেকে আমার ভিতরে পরিবর্তন দেখা দিলো। বাবাজানের কাছে আসা যাওয়ার ভিতর দিয়ে এখন আমি ইবাদতে স্বাদ পাচ্ছি ও পাঁচ ওয়াক্ত নামজ আদায় করছি। শুধু একজন আল্লাহর বন্ধুকে দেখার সাথে সাথে তাঁর পরিবর্তন হয়ে গেল, এটাই আল্লাহর কামেল-মোকাম্মেল মুর্শিদ চেনার লক্ষণ। আল্লাহতায়া'লা এ জন্যই হয়তো অলি-আল্লাহর সহবত হাসিলের জন্য সাধারণ মানুষকে আদেশ করেছেন।

মানুষ শয়তান চেনার আরো একটি উপায় হচ্ছে– তারা সব সময় অন্যের দোষক্রটি খুঁজে বেড়ায়। অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও গীবত করে। গীবত হচ্ছে এমন একটি পাপ যা জ্বেনা করার চেয়েও বড় পাপ। যারা মসজিদে বসে অন্যের সমালোচনা করে, অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও গীবত করে, তারা মূলত মানুষের মুখোশধারী শয়তান। মসজিদে বসে অন্যের গীবত করলে মসজিদে এবাদতের পরিবেশ নষ্ট হয়। মসজিদকে অসম্মান করা হয়। মসজিদ হচ্ছে শুধু ফরজ নামাজ পরার জায়গা। রাসুল (সঃ) একটি মসজিদের ভিতর মুসলমান মুখোশধারী কিছু মানুষ-শয়তান রাসুল (সঃ)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে মসজিদ উদ্বোধন করার কথা বলে সেখানে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে, সেই মসজিদটি (মসজিদে জেরা) পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং যে সকল মসজিদে রাসুল (সঃ)-এর সত্য ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়, আউলিয়াদের বিরুদ্ধে গীবত করা হয়, সে সব মসজিদে, ওই সব গীবতকারীর পিছনে নামাজ আদায় করা ঠিক নয়। ওই সকল গীবতকারী মুসলমান তথা ইসলামের শত্রু। আমার পীর ও মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের মুখে কোনদিন কারো সম্পর্কে গীবত করতে শুনিনি। অন্য কেউ তার সামনে অন্য কোন লোকের বা অন্য কোন দরবারের সমালোচনা করলে, তিনি সাথে সাথে তা থেকে বিরত থাকতে বলেন। তার শিক্ষা হচ্ছে, কেউ কোন খারাপ কাজ করলে, তাকে সংশোধন করো, পিছনে গীবত করো না। তাই তো তাঁর পবিত্র নসিহতবাণী– 'অন্যের দোষ দেখার আগে নিজের দোষ তালাশ করুন'।

বর্তমান অস্থির সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, বিভিন্ন কুসংস্কার ও ইসলামকে সঠিকভাবে জানার জন্য, সঠিকভাবে নামাজ আদায় করার জন্য সর্বোপরি নিজেকে শুদ্ধ করে, আলোকিত জীবন গড়ার জন্য প্রত্যেক মানুষকে কামেল মুর্শিদের সহবতে যেতে হবে।

লেখক : খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ
এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, আইসিবি ইসলামীক ব্যাংক

লাইলাতুল বরাতের গুরুত্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

(স.) বলেন- যে ব্যক্তি শাবান মাসে ৩টি রোজা রাখবে, আল্লাহতায়ালা তাকে বেহেশতি উটে আরোহণ করিয়ে কবর থেকে উঠাবেন। (ইবনু মাজহা)

হাদিস: ওয়াক্বালাত আয়শাতু রাদিআল্লাহু-তা'য়ালা আন্হা মা রাআইতুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফি শাহর্, আকছারা মিন্হু সিয়ামাম ফি শা-বান। (মুত্তাফাকুনআলাই)

অর্থ: হযরত আয়েশা (রা:) বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে শাবান মাসের মতো অধিক নফল রোজা রাখতে আমি আর কোনো মাসে দেখিনি। (বোখারী-মুসলিম)

এ বিষয়ে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, তাঁর লেখা বেহেশতি জেওর : তৃতীয় খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা থেকে, শবেবরাত পালন করা গুরুত্ব উল্লেখ রহিয়াছে। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে, (চৌদ্দ দিবাগত) পনেরই রাত্রে সারা-বছরের হায়ৎ-মউত, রিজিক এবং দৌলত লেখা হয়, ওই রাত্রে বান্দাগণের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। হুজুর (সঃ) স্বীয় উম্মতগণকে বলিয়াছেন– শাবানের ১৫ই রাত্রে জাগিয়া তোমরা আল্লাহর ইবাদত করিও এবং দিনের বেলায় রোজা রাখিও। কেননা ওই রাত্রে বান্দাগণের প্রতি আল্লাহর খাস্ রহমতের দৃষ্টি নিপতিত হয়। এমন কি ওই রাত্রের সন্ধ্যা হইতে ছোব্হে সাদেক পর্যন্ত, দুনিয়ার আকাশ হইতে আল্লাহর বাণী দুনিয়াবাসীর জন্য ঘোষিত হইতে থাকে যে, হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যাহার গুনাহ্ মাফের দরকার থাকে, মাফ চাহিয়া লও। আমি মাফ করিবার জন্য প্রস্তুত। তোমাদের মধ্যে যাহারা রিজিকপ্রার্থী আছ, রিজিক চাহিয়া লও। আমি দিবার জন্য প্রস্তুত। তোমাদের মধ্যে যাহারা রোগ আরোগ্য করিবার এবং বিপদ হইতে মুক্তি চাহিবার প্রয়োজন আছ, চাহিয়া লও। আমি উহা দিবার জন্য প্রস্তুত। এইভাবে বান্দাদিগকের একেকটি প্রয়োজনের নাম উল্লেখ করিয়া করিয়া বলিতে থাকেন, ছোবহে সাদেক পর্যন্ত ঘোষণা করিতে থাকেন।

হায়! দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হইতে অনুগ্রহলাভের এই সুবর্ণ সুযোগ থাকার পরেও, যাহারা তাহা অবহেলায় গ্রহণ না করে, তাদের অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে হইতে পারে? কোরআন ও হাদিস পর্যালোচনা করে দেখা গেল, শবে বরাতের রাত্রি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত। যে রাতে মানুষের তকদিরের হরণ-পূরণ, (পরিবর্তন পরিবর্ধন) হয়। তাই হে আমার আশেকান-জাকেরান, মুমিন মুসলামানগণ, আপনারা অনুগ্রহ করে সূর্য অস্ত থেকে সূর্যদ্বয় পর্যন্ত বিছানায় পিঠ লাগাবেন না। সারারাত নফল নামাজ, জিকির-আজগার, মোরাকাবা-মোশাহেদার ভিতর দিয়া ইবাদত বন্দিগীতে রাত্রি কাটাবেন।

আমার মুর্শিদ আমার ইহকাল-পরকাল

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমরা জানি রাসুল (সঃ)-ও এমনই করে সাহাবিদের সঙ্গে কথা বলতেন। যা হোক, আমি প্রথম দর্শনে ও খাজাবাবার পবিত্র মুখের কথা শুনে এবং নূরানী চেহারা মোবারক দেখে হতবিহ্বল হয়ে গেলাম। মুখ ফুটে তেমন কিছুই বলতে পারলাম না। কিন্তু মনের গভীরে অনেক কথা ছিল, যা বলতে এসেছি– সে কথাগুলো আমাকে দেখেই খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুর বুঝতে পারলেন এবং বললেন– 'আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকেন, সব ঠিক হয়ে যাবে'। সেদিন থেকেই আমি যাঁর পবিত্র ছায়াতলে পেলাম মহাশান্তির সন্ধান।

খাজাবাবার পবিত্র মুখের দিকে তাকালে- ভুলে থাকা যায় দুনিয়ার শত কষ্ট-দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা, ফিরে পাওয়া যায় শান্তির আসল ঠিকানা। কেবলাজানের পবিত্র জবান থেকে শুনেছি- 'বাবা, ধরতে হলে ধরার মতো ধরো আর মরতে হলে মরার আগে মরো'। আমি গোনাহ্গার প্রায় বছর খানেক আগে বাবাজানের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু ধরার মত ধরতে বা মরার আগে মরতে এখন পর্যন্ত কোনটাই সঠিকভাবে পারিনি, তবে চেষ্টা করে যাচ্ছি। চেষ্টাই আসল, চেষ্টা ছাড়া কোনকিছুই করা সম্ভব না। সব-সময়েই ভয়ে ভয়ে থাকি কখনো যদি আমার কোন কথায়-কাজে বে-আদবি হয়ে যায়। কারণ, অলি-আল্লাহ্ পীর-মোর্শেদের সঙ্গে বে-আদবি মানে নিশ্চিত অধ:পতন। আল্লাহ্র অলি-বন্ধু কামেলপীর কাকে বলে, তা বাবাজানের সান্নিধ্যে না এলে কোনদিনও বুঝতে পারতাম না। আমি এই অল্প সময়ের মধ্যেই দেখেছি, কেবলাজানের সুন্দর ব্যবহার এবং উত্তম আচরণে অসংখ্য শক্ত কঠিন হৃদয়ের মানুষও নরম-কোমল হয়ে গেছেন। বহু পাপী-তাপী নিজেদের ভুলগুলো শুধরে সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন।

আমার অতিক্ষুদ্র জ্ঞান ও অনুভূতি দিয়ে বুঝেছি, খাজাবাবা কুতুববাগীর অনন্য আধ্যাত্মিক কর্ম-সাধনা ও ব্যক্তিত্বের কাছে আমরা সাধারণ মানুষ সত্যিই ক্ষুদ্র। তিনি জ্ঞানের মহাসমুদ্র, যে সমুদ্রের ভাণ্ডার থেকে নিজের মনের ক্যানভাসে, সামান্য কিছুটা হলেও অন্তরের মহাস-মুদ্রের চিত্র অংকন করার চেষ্টা করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মনোনীত এই জ্ঞান-তাপস তাঁর আধ্যাত্মিক গুণের আলো সাধারণ মানুষের অন্ধকার কাল্বে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোত্র নির্বিশেষ, খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের রূহানী স্পর্শ এবং তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য পাওয়ার বুকভরা আশা নিয়ে, ছুটে আসছেন ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফে। স্বভাবসূলভ মাধুর্য্য দিয়ে সবাইকে তিনি পরম মমতায় আপন করে নিচ্ছেন প্রতিনিয়ত। এ এক আশ্চর্য ক্ষমতা! শুধু ব্যবহার দিয়েই যে মানুষের মন জয় করা সম্ভব, তা খাজাবাবা কুতুববাগীর কাছে তরিকার বাইয়াত না নিলে জানা সম্ভব নয়। এখনো খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে যারা দেখেননি বা তাঁর সান্নিধ্যে আসেননি, তাদের কাছে আমার কথা বিস্ময়করই মনে হবে। যারা কেবলাজানের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে রাসুল (সঃ)-এর সত্য তরিকায় শামিল হচ্ছেন-তারা আত্মশুদ্ধি, দিলজিন্দা ও নামাজে হুজুরি লাভ করে, নিজ নিজ কাল্বে আল্লাহর ইস্মে জাতের জিকির জারি করছেন। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে ঈমানের সঙ্গে কবরে যাওয়ার মহানিয়ামত লাভের জন্য পবিত্র কোরআনের আলোকে সঠিক পথ দেখাচ্ছেন খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুর। কেবলাজানের নয়টি মূল শিক্ষা, এর মধ্যে (১) আদব (২) বুদ্ধি (৩) মহব্বত (৪) সৎসাহস (৫) বিশ্বাস ও (৬) ভক্তি। এরপর রয়েছে– আত্মশুদ্ধি, দিলজিন্দা এবং নামাজ হুজুরী। একজন মানুষের মধ্যে প্রথম ছয়টি বিষয়ের গুণাগুণ থাকলেই কেবল একজন মুরিদ আপন আপন মুর্শিদের নেকনজরে আসেন। তখন আত্মশুদ্ধি ও দিলজিন্দা হয় এবং নামাজ বা এবাদতে হুজুরী (একাগ্রতা) আসে। কেবলাজান বলেন– শেষরাত অর্থাৎ, রাতের তৃতীয় প্রহরে আরামের বিছানা ত্যাগ কর এবং কেঁদে কেঁদে আল্লাহর তিন নাম ধরে ডাকো– ইয়া আল্লাহু! ইয়া রাহ্মানু! ইয়া রাহিম! এবং রাসুল করিম (সঃ)-এর শানে পড়– 'ইয়া রাহ্মাতাল্লিল আলামীন! শেষ রাতে রহমত পাওয়া এবং গুনাহ্ মাফের সময়। গুনাহ্গার মানুষ যখন রাতের শেষভাগে জেগে দুই চোখের পানি ছেড়ে মহান আল্লাহকে ডাকেন। তখন আল্লাহতায়া'লার রহমতের দরিয়ায় জোশ জেগে ওঠে এবং আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া বর্ষণ করেন।

'সূফীবাদই শান্তির পথ' –খাজাবাবা কুতুববাগীর এই মহান ব্রতে দীক্ষা নিয়ে, নিজেকে ধীরে ধীরে শুদ্ধতার দিকে নেয়ার চেষ্টায় রত আছি। কেবলাজানের এ আদর্শ শিক্ষার মধ্যে আরো রয়েছে– 'অন্যের দোষ দেখার আগে নিজের দোষ তালাশ করুন'। হ্যাঁ, তাতেই আত্মশুদ্ধির পথ সুগম হয়, যা আমি বুঝতে পেরেছি মর্মে মর্মে। আমার মহান মুর্শিদের খাস দয়ায় জাগতিক ও পারিবারিক কলহ-বিবাদসহ নানান অশান্তির মধ্যে থেকেও আমার জীবনে এসেছে আমূল পরিবর্তন। তাঁর কল্যাণে সত্যিই মহাশান্তির পরশ বইতে শুরু করেছে আমার অন্তরে। এটা শুধু সম্ভব হয়েছে, খাজাবাবা কুতুববাগীর সোহবত লাভের কল্যাণেই। বাবাজান কেবলার স্নেহ-ভালোবাসা ও সঠিক দিক-নির্দেশনায় আমি ইহকালে পাবো সুন্দর জীবনের ঠিকানা আর পরকালের জন্য পেয়েছি নাযাতের উছিলা। এখন আল্লাহর কাছে আমার প্রার্থনা– হে আল্লাহ্! আমাকে খাজাবাবা কুতুববাগীর সান্নিধ্যে থাকার ধৈর্য্য ও তাওফিক দান করুন।

লেখক: খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ
সভাপতি, পদক্ষেপ বাংলাদেশ

বিভ্রান্তিতে আছেন যারা...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন, নিন্দা সূচক মন্তব্যে অশালীন ভাষায় একজন সূফী সাধককে গালাগাল করবেন! যতই বিস্ময়ের হোক ঘটনা তেমনি ঘটেছে। কেউ কেউ নেতিবাচক দৃষ্টির কারণে আমার মতো একজন কলামলেখক সাংবাদিক ও কবির কোন সূফী সাধকের প্রতি অনুরাগ দেখে বিস্ময়ে 'থ' হয়ে যাওয়ার কারণে, এক বাক্যের মন্তব্যও দেখেছি। মনে মনে হতাশ হয়েছি। বিশেষ করে যাদের শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে বিচরণ, তাদের অনেকেরই ধারণা নাস্তিকতায় আধুনিকতা। অনেকের কাছে এটা ফ্যাশনও। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, সেই ফ্যাশনে অনেকে আক্রান্ত। একজন লেখক কবি অথবা সাংবাদিক, সৃষ্টিশীল মানুষ সূক্ষ চিন্তাহীন হতে পারেন না। অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকাতো আধুনিকতারই অন্যতম শর্ত। নিজের ফ্যাশন অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টায়, আধুনিক রুচির পরিচয় বহন করে না। আমিতো মনে করি মানুষ যা ধারণ করে সেটাই তার ধর্ম। একজন নাস্তিক যদি স্রষ্টায় অবিশ্বাসকে তার শান্তির পথ বলে মনে করেন, তাতো করতেই পারেন। আমি আস্তিক হয়ে আমার বিশ্বাস কেন তার ওপর চাপিয়ে দিতে চাইবো? তার নাস্তিক্যকেও আমি নিন্দা প্রশংসা কিছুই করবো না। কারণ, আমি 'লাকুম দ্বিনুকুম ওয়ালইয়া দ্বীন' আয়াতের মমার্থে বিশ্বাস করি, তোমার দ্বীন তোমার, আমার দ্বীন আমার। অর্থাৎ যার যার ধর্ম তার তার। কিন্তু যারা নিজের বিশ্বাসকে চূড়ান্ত সত্য বলে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চান, তারা কেমন আধুনিক? আস্তিক-নাস্তিক, আলো-অন্ধকার, সত্য-মিথ্যা, দিন-রাত্রি, জল-স্থল অসংখ্য বৈপরিত্যে এই পৃথিবী সজ্জিত। পৃথিবীতে অনেক লেখক দার্শনিক ছিলেন এবং এখনো আছেন সৃষ্টির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তারা সৃষ্টি শব্দটি ব্যবহার করতেও নারাজ! বলেন–প্রকৃতি! এ মহাবিশ্বের যাবতীয় রহস্যময়তা বা অলৌকিক ঘটনাপ্রবাহ তারা, তাদের মত ব্যাখ্যা করতে চান। আবার আমাদের জাতীয় কবি নজরুল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মহাকবি আল্লামা ইকবাল, মীর্জা গালিব, ওমর খৈয়াম, মাওলানা রুমী কিংবা পারস্যের সূফী কবি শেখ সাদিসহ বহু কবি-সাহিত্যিক স্রষ্টার অস্তিত্বে গভীরভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো নোবেল পুরস্কারই পেলেন, মহান স্রষ্টার প্রতি তাঁর আকুতি জড়ানো আধ্যাত্মিক চেতনার কবিতামালা 'গীতাঞ্জলি'র জন্য। তিনি লিখেছেন– 'আমার মাথা নত করে দাও হে প্রভু/তোমার চরণ ধুলার তলে'। এই যে নিজের অহংবোধ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে, এক স্রষ্টার সান্নিধ্যের কথাই বলেছেন। এমনিভাবে রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতামালা কিংবা পঙ্‌তিমালা এমন বিশ্বাস জড়ানো। ফকির লালন সাঁইয়ের অধ্যাত্ব দর্শনে সমান্তরাল প্রবাহিত রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চিন্তা। এত যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল, তিনিও কী অবলীলায় উচ্চারণ করেন– 'তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম, আমার মোহাম্মদের নাম'। কিংবা খোদারই প্রেমে শরাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে হায়, বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে হায়'। এ রকম অসংখ্য গান কিংবা কবিতার মধ্যেই সূফীবাদের সন্ধান পাই। বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় দুই কবির সাফল্যের বা আত্মপ্রতিষ্ঠার গৌরবময় ইতিহাস এখানে জড়িয়ে আছে। যারা আমার মুর্শিদ কোবলার ছবি মোবারক আমার ফেসবুক ওয়ালে দেখে নেতিবাচক দৃষ্টির কারণে অবাক হয়েছেন, তাদের অনেকেই কোনদিন আমার মুর্শিদ কেবলাকে সরাসরি দেখেননি বা দেখার সুযোগ হয়নি। অথচ কীভাবে তারা নির্মম মন্তব্য করলেন? নিন্দা করলেন। এমন শব্দ ব্যবহার করলেন, যা উচ্চারণ করতেও আমার দ্বিধা। কারণ, শব্দগুলি শালিনতার বাইরে। আমি মুর্শিদ কেবলাকে পরদিন রাতেই এই ঘটনাটি জানাই যে, বাবা, এরকম অশালিন ভাষায় অনেকেই নিন্দ করেছে আপনার, আবার অনেকে খুশি আপনার ছবি দেখে। আমি বললাম, বাবা, যারা নিন্দা করেছে। এদেরকে জবাব দেবো? বাবা বললেন– না বাবা, কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, আপনারা তো জানেন, আমি একটা কথা সব সময় বলি, নিজের পিছনে নিজে লাগো, অন্যের দোষ তালাশ কর না। নিজের দোষের তো অন্ত নাই, অন্যের দোষ খুঁজবে কখন। এই দর্শনে যদি বিশ্বাস করেন, তাহলে কে কী বললো বা কি করলো, তা চিন্তা না করে, আপনি আপনার জগতে নিমগ্ন থাকেন। দেখবেন তাতে আপনি পরিশুদ্ধ হবেন'। আমার মুর্শিদের এই কথা শুনে, তখন আফসোস হলো, হায় আল্লাহ তারা কার সম্পর্কে মন্তব্য করলো! তারা যদি জানতো, তবে এমন মন্তব্য করতে পারতো না।

কুতুববাগ দরবার শরীফে বহু ডক্টরেট ডিগ্রিধারী, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পদস্থ সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক-সম্পাদক, অভিনয় শিল্পী, সঙ্গীত শিল্পী, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ, মুর্শিদকেবলার বাণী শুনতে আসেন। তাঁর শিক্ষা কী? তিনি বলেন– বাবারা, 'মানবসেবাই পরম ধর্ম'। মানুষের সেবা করবেন। মানুষের সেবা করলে আল্লাহকেই সেবা করা হয়। মানুষের মনে আঘাত দিলে, আল্লাহর মনেই আঘাত দেয়া হয়। কারো মনে আঘাত দিবেন না। শিশু ও নারীদের স্নেহ এবং শ্রদ্ধা করবেন, নারীদেরকে মা বলে মনে করবেন। তাহলে কোন ধরণের কু-চিন্তা মাথায় আসবে না। ভুখা-অনাহারী পেলে খাবার দিবেন। বস্ত্রহীন পেলে বস্ত্র দিবেন এবং নিরন্তর নিজের ভিতরে আত্ম আবিস্কারের চেষ্টা করবেন। ডুব দিবেন। কারণ আপনার মধ্যেই রয়েছে এক মহা সমুদ্র, সেই সমুদ্র হচ্ছে অন্তর জগত। সেই জগতে নিজেকে খুঁজবেন। আমার মনে পড়ে গেল বিখ্যাত সেই উক্তি সক্রেটিস বলেছিলেন– Know thy self নিজেকে জানো। কিংবা পবিত্র কোরআনের বাণী 'মান্ আরাফা নাফসা হু, ফাকাদ্ আরাফা রাব্বাহু'। যে তার নফসকে চেনে, সে তার রবকে চেনে। পৃথিবীর যত জ্ঞানী মানুষ তারা নিজেকে জানার চেষ্টা করেছেন, নিজের ভিতরে নিজেকে আবিস্কারের চেষ্টা করেছেন। কারণ, মানুষ এমন এক প্রাণি, যার মধ্যে স্রষ্টার সমস্ত শক্তি নিহিত। সেই শক্তিকে জাগিয়ে তুলবার সাধনার কথা বলা হয় সূফীবাদের শিক্ষায়।

ক'দিন আগে আমি কোয়ান্টাম মেথড এর কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলাম, সেখানেও গিয়ে দেখি, তারা ধ্যান বা মেডিটেশনের কথা বলেন। সেখানেও তারা বললেন, মানুষের চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু নেই। কারণ, আঠারো হাজার মাখলুকাতের মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণি। বুদ্ধিতে জ্ঞানে চিন্তায় শ্রেষ্ঠ যে প্রাণি, সেই শ্রেষ্ঠত্বকে জাগিয়ে তুলতে পারে না বলেই, মানুষের যতপ্রকার রোগ-শোক, দারিদ্র, বিপদ-আপদ। যে জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন নিজেকে, সে-ই মহা শক্তিধর মানুষ। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানী মানুষই শক্তিশালী। যে কারণে বলা হয়– Knowledge is power, power is god. অর্থাৎ, জ্ঞানই শক্তি এবং শক্তিই আল্লাহ। এই জ্ঞান বা আত্ম-আবিস্কারের কথাই সূফীবাদ বলে। সূফীবাদের এ মহৎ শিক্ষা আমরা খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের কাছে পেয়েছি। এ দরবার শরীফে এসে দেখেছি, অহংকারী মানুষের অহংকার দূর হয়ে যেতে। আমি তো দেখেছি, এখানে মুরিদ ভাইদের মধ্যে নম্রতা-ভদ্রতা, স্নিগ্ধতা। আরো দেখেছি, মানবপ্রেম, এক মানুষের ভিতরে অন্য মানুষের জন্য যে দরদ বা ভালোবাসা, তা প্রকাশ পায় জাকের-মুরিদ ভাইদের ব্যবহারে। এই যে মানবপ্রেম তা বিশ্বখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় পাওয়া যায়। কারণ, পৃথিবীর মহৎ সাহিত্যিকরা অনেকেই ছিলেন সূফীবাদ বা সূফী দর্শনে বিশ্বাসী। এমন কি এ উপ-মহাদেশে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন প্রেমময় সূফী-সাধক পীর-ফকিররাই। তাঁরা সব ধর্মের মানুষকেই ভালোবোসেন। তাঁরা মানবতাবাদী তাঁরা প্রেমময়। আমি ভেবে পাই না যারা সৃজনের সাথে সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে যুক্ত, তারা কেমন করে একপেশে চিন্তা করেন? অন্যের মুখে ঝাল খাব কেন? আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে যদি কারো কোন খারাপির সঙ্গে যোগাযোগ হয়, তবেই তাকে খারাপ বলতে পারি। কিন্তু আমি যাঁর কাছে আসলাম না, দূর থেকে দেখলাম, যাঁর ছবি দেখে মানুষের মুখে কুৎসা রটনা শুনে, নিন্দায় সোচ্চার হলাম। গীবত করলাম। ভেবে অবাক হয়ে যাই যে, আমাদের সমাজে এখনো কত গভীর অন্ধকারে। মানুষের প্রতি মানুষের যে সম্মান, শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং নিজেকে জানার যে মহান সাধনা, সেটা প্রকৃতির অনিবার্য সত্য। একজন প্রগতিশীল মানুষ অন্য একজন মানুষকে চিন্তার ভিন্নতা থাকলেও নিন্দা করতে পারেন না। অন্য মানুষের চিন্তাকে বাধাগ্রস্থ করতে পারেন না। উপেক্ষাও করতে পারেন না। তার সাথে আমি একমত নাও হতে পারি, কিন্তু আমি তার চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করব না, এটাই হচ্ছে আধুনিকতা। কুতুববাগ দরবারে প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক 'গুরুরাত্রি'তে মেডিটেশন বা মোরাকাবা হয়, কোরআন-হাদিসের আলোকে শরিয়ত, তরিকত হাকিকত ও মারেফত নিয়ে যে আলোচনা হয়, সে আলোচনার মধ্য দিয়ে মুর্শিদের ভক্ত-মুরিদানরা আত্মার খোরাক পান। শুদ্ধ মানুষ হওয়ার সঠিক পথে অগ্রসর হন। যখন আলোচনা সমাপ্তির পর বিশেষ মোনাজাত করেন, তখন তো তিনি শুধু তাঁর মুরিদানদের জন্য দোয়া করেন না। সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য দোয়া করেন। সে কারণে আমি দেখি যখন আমাদের দরবারের বার্ষিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা হয়, তখন সেই কোথায় মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, শ্রিলংকা, সুইজারল্যাণ্ড, ইন্ডিয়াসহ নানান দেশ থেকে ভক্ত-আশেকানরা আসেন। ধর্মের, তারা সবাই মুসলমান না। যেমন গত বছর ওরছ শরীফের কয়েকদিন পর ফ্রান্সের কয়েকজন ভদ্র লোক দেখেছি। এরপর কিছুদিন আগে সুইজারল্যাণ্ড থেকে এসেছিলেন দুই ভদ্রলোক, তারা এসে খাজাবাবাকে দেখেই বললেন, He is saint, he is great. মুর্শিদ কেবলার যে, একজন জ্ঞানতাপস অনেক বড় অলি, এ সত্য তারা উপলব্ধি করে তাদের ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন।

আমার মুর্শিদ কেবলার ছবি মোবারক দেখে যারা বিরূপ মন্তব্য করেছেন, তাদের জন্য সুসংবাদ যে, ফেসবুকের ঘটনাটি বাবাজানের কাছে বললে তিনি আরো বলেন– তারা বোঝেনি বাবা, তাদের অন্তর চক্ষু খোলেনি। আমি তাদের জন্য দোয়া করি যেন, তারা নিজেকে চিনতে পারে এবং তারা যেন সত্যের সন্ধান পায়। তখনই আমার মনে পড়ে গেল হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর কথা। যারা তাঁকে কষ্ট দিত, তাদেরকে তিনি মাফ করে দিতেন এবং সেই যে বুড়ি, রাসুল (সঃ)-এর চলার পথে কাঁটা দিতেন, তাকে কয়েকদিন পথে কাঁটা দিতে না দেখে, রাসুল (সঃ) সেই বুড়ির খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন, বুড়ি অসুস্থ। তখন তাকে সেবা করে সারিয়ে তুললেন। এই যে মানবতার ঔদার্য, এ ঔদার্যের মধ্যে জ্ঞানের গভীর সত্য নিহিত রয়েছে। ধ্যান-সাধনা করে এমন একটি স্তরে মানুষ পৌঁছান যে, আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টি একাকার হয়ে যান। যেটাকে বলে ফানাফিল্লা'র স্তর, যে স্তরে পৌঁছে মুনসুর হাল্লাজ এর মত মহান জ্ঞানতাপস, আধ্যাত্মিক সাধক 'হু আল্ হক' না বলে বলেছিলেন, 'আন্ আল্ হক'-'আন্ আল্ হক' শব্দের অর্থ হচ্ছে, আমি খোদা! কারণ তিনি নিজের সত্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন, আল্লাহময় হয়ে উঠেছিল তাঁর সত্তা। কিন্তু তাঁকে বুঝতে না পেরে, নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এরপর তাঁর শরীরের ছিন্নভিন্ন অংশ, শুধু 'আন্ আল্ হক'-'আন্ আল্ হক' বলে জিকির করছিল। তিনি নিজেও বিভ্রান্ত হরেয়ছিলেন। যা-ই হোক, আমি যে কথাটি বলতে চাই, কুতুববাগ দরবার শরীফে এসে বহু লোকের জীবনধারা পাল্টে গেছে। যারা কখনই নামাজ পড়েননি, তারা নামাজ পড়ছেন। অসত্য বলতে দ্বিধা করতেন না, তারা আজ সত্যের পথে গেছেন। যারা মানবপ্রেম বুঝতেন না, তারা মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা, দয়া-মায়া অবারিত করে দিয়েছেন। এই যে আদর্শ শিক্ষা, এ শিক্ষা একটি পরিপূর্ণ জীবন গঠনে সহায়ক বলে মনে করি এবং আমাদের অনুরোধ থাকবে, আপনারা যারা কুতুববাগ দরবার শরীফে আসেননি বা মুর্শিদ কেবলা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে তেমন কিছু জানেন না। তারা আসুন, দেখুন এখানে কী হয়? এখানে এলেই যে মুরিদ হতে হবে তা নয়। যে এসেছে, সে জেনেছে। যে চিনেছে, সে কিনেছে। এই যে প্রবাদতুল্য বাণী বা বাক্য এর মধ্যে নিজেকে আবিস্কারের বা নিজেকে জানার পথ নিহিত বলে আমরা মনে করি। নর-নারীর জন্য যে শিক্ষা ফরজ সে শিক্ষা শুধু একাডেমিক শিক্ষা নয়, আধ্যাত্মিক শিক্ষাও প্রয়োজন। অন্তর চক্ষু যার খোলেনি, সে যত বই-পুস্তকই পড়ুন না কেন, অন্তর দৃষ্টি না খুললে কিছুই উপলব্ধি হবে না। উপলব্ধি করতে হলে, জ্ঞানের চক্ষু বা বাতেনী চক্ষু খোলা চাই। যা-ই হোক আর এ লেখা প্রলম্বিত করতে চাই না, শুধু এটুকু বলবো, আমরা যেন নিজেকে জানার সাধনা করি, মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করি। অন্যের নিন্দা না করি। নিজের ভুলত্রুটি শুধরানোর চেষ্টা করি, তাহলেই সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারবো। পরমকরুনাময় আমাদের সেই তাওফিক দান করুন। আমিন।

আমার মুর্শিদ কেবলার ছবি মোবারক দেখে যারা বিরূপ মন্তব্য করেছেন, তাদের জন্য সুসংবাদ যে, ফেসবুকের ঘটনাটি বাবাজানের কাছে বললে তিনি আরো বলেন– তারা বোঝেনি বাবা, তাদের অন্তর চক্ষু খোলেনি। আমি তাদের জন্য দোয়া করি যেন, তারা নিজেকে চিনতে পারে এবং তারা যেন সত্যের সন্ধান পায়। তখনই আমার মনে পড়ে গেল হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর কথা। যারা তাঁকে কষ্ট দিত, তাদেরকে তিনি মাফ করে দিতেন এবং সেই যে বুড়ি, রাসুল (সঃ)-এর চলার পথে কাঁটা দিতেন, তাকে কয়েকদিন পথে কাঁটা দিতে না দেখে, রাসুল (সঃ) সেই বুড়ির খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন, বুড়ি অসুস্থ। তখন তাকে সেবা করে সারিয়ে তুললেন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
কুতুববাগ প্রিপারেটরী স্কুল
২৭ হাজী দিল মোহাম্মদ এভিনিউ, ঢাকা উদ্যান, মোহাম্মদপুর ঢাকা ১২০৭
ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে
প্লে-গ্রুপ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত
বিষয় : (ক) বাংলা ভার্ষণ (খ) মানবিক
(গ) বানিজ্য (ঘ) বিজ্ঞান শাখা
২০১৪ সালের পি.এস.সি পরিক্ষায় মোট ২০ জন
পরিক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ জন 'এ+' পেয়েছে।
বাকি একজন 'এ' গ্রেডে উন্নিত হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশই আমাদের সাফল্য
যোগাযোগ : ০১৯১৮৫০৪৬৫৬, ০১৯৭৭৪২৫৯৮৪
ই-মেইল : kbsp2009@yahoo.com

তরিকার রাস্তায় সাধনাই মূখ্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

আদেশ-নিষেধের মধ্য দিয়ে, অনাগত সময়ের জানা অজানা খারাপ থেকে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে পেয়েছি। যে উপায় এত সহজে পেয়েছি, তা স্কুল-কলেজের বা অন্য বইপুস্তকে পাইনি। আমি চেষ্টা করছি আমার মুর্শিদের আদেশ উপদেশ মেনে চলার।

সাধনার রাস্তার সকল সূত্র না হলেও বাবাজানের শিখানো অমূল্য বাণী চর্চার মাধ্যমে আমার লেখাপড়া ও দৈনন্দিন জীবন-যাপনের পাথেয় হিসেবে কাজ করছে। বর্তমানে আমি বাংলা শেষ বর্ষের ছাত্র এবং কর্মজীবী একজন মানুষ, তাই বিশেষ করে ছাত্র ভাই-বোনদের বলবো, আসুন আমরা শুদ্ধ পথের সহযাত্রী হই, খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের সূফীবাদই সত্যাদর্শ নিয়ে, শিক্ষা-দীক্ষায় উচ্চতর মেধাবী সমাজ গঠনের পাশাপাশি 'মানবসেবাই পরম ধর্ম' (–খাজাবাবা কুতুববাগী), এ সত্য বাণী ছড়িয়ে দিই প্রতিটি মানুষের কানে কানে।

লেখা ও বিজ্ঞাপণ আহ্বান
মাসিক আত্মার আলো পত্রিকায়, সূলভ মূল্যে রঙিন বিজ্ঞাপণ ছাপিয়ে আপনাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে আমরাও সামান্য ভূমিকা রাখতে চাই।
ইলমে তাসাউফ-সূফীবাদ সম্পর্কে আপনাদের চিন্তা ও চেতনা লেখার মাধ্যমে যদি প্রকাশ করতে চান কিংবা আত্মার আলো'তে প্রকাশিত লেখা নিয়ে কোন মতামত থাকে, তবে পাঠিয়ে দিন আমরা গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করবো ইন্‌শাআল্লাহ্। লেখা ও বিজ্ঞাপণের জন্য যোগাযোগ–
সম্পাদক
মাসিক আত্মার আলো/কুতুববাগ দরবার শরীফ
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
০১৭২৬৪৫৯০০৪, ০১৭২৩৪৮২২৯৪, ০২-৮১৫৬৫২৮
ই-মেইল: masikattaralo@gmail.com
www.kutubbaghdarbar.org.bd

শয়তানরূপী মানুষ চেনার উপায়

মো: শাখাওয়াত হোসেন

প্রথম যখন আমার পীর ও মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের সান্নিধ্যে এসেছিলাম, তখন থেকেই বাবাজান বলেছেন– 'বাবা, শয়তান থেকে দূরে থাকবেন, এই শয়তান আবার অনেক ধরণের যথা- মানুষ শয়তান, জ্বীন শয়তান, নফস্ শয়তান, খবিশ শয়তান, আরওয়াহ্ শয়তান ইত্যাদি। তখন বুঝিনি মানুষ-সুরতে আবার শয়তান হয় কীভাবে! অনেক পরে বুঝতে পেরেছি, মানুষ যখন আল্লাহ থেকে দূরে থাকে, তখন সে শয়তানের নিকটবর্তী হয়। শয়তান তখন তার মাথায় কূ-চিন্তা ঢুকিয়ে দেয়। তখন তার কোন ভালো কাজ করতে ইচ্ছে হয় না। নামাজ, রোজা, মানবসেবা, অলি-আল্লাহর সহবত, গুণী মানুষের সঙ্গসহ কোন ভালো কাজই তার ভালো লাগে না। সে নিজেও খারাপ কাজ করে এবং খারাপ লোকের সঙ্গ দেয়। ওই সকল লোকের সংস্পর্শে কোন ভালো লোক গেলে তাকেও আস্তে আস্তে খারাপের দিকে ধাবিত করে। আমাদের সমাজেও এই রকম কিছু লোক আছে, যারা সর্বদা খারাপ কাজে লিপ্ত থাকে। অনেকে আবার নামাজ, রোজা করে। কিন্তু তা অন্তর দিয়ে না করার কারণে, ওই নামাজে কোনই লাভ হয় না। তারা নামাজ পড়ে আবার খারাপ কাজও করে। অথচ আল্লাহতায়ালা বলেছেন– 'ইন্না সালাতা তান্হা আনিল্ ফায়াসাই ওয়াল

> মানুষ যখন আল্লাহ থেকে দূরে থাকে, তখন সে শয়তানের নিকটবর্তী হয়। শয়তান তখন তার মাথায় কূ-চিন্তা ঢুকিয়ে দেয়

মুন্কার'। অর্থ: নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে ফায়েসা, গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। তাহলে নামাজ আদায় করে যারা খারাপ কাজ করছেন, তাদের নামাজ হচ্ছে না। সে জন্যই আমার মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান সবসময়েই আমাদের হুজুরি দিলে নামাজ আদায় করতে বলেন। রাসুল (সঃ) বলেছেন– 'লা সালাতা ইল্লা বে হুজুরীল কাল্ব'। অর্থ: নামাজই নয় হুজুরি দিল ব্যতীত। আল্লাহতায়ালা সূরা মাউনের ৪, ৫ ও ৬ নং আয়াতে তাদের ভৎসনা করেছেন। যেমন-'ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লীন'। অর্থ: সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের। আল্লাযীনাহুম 'আং সালা-তিহীম ছা-হূন'। অর্থ: যাহারা তাহাদের সালাত সম্মন্ধে উদাসীন। 'আল্লাযীনা হুম ইউরা উনা'। অর্থ: যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা (নামাজ) আদায় করে।

রাসুল (সঃ) বলেছেন– 'যারা লোক দেখানোর উদ্দেশে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং দান-খয়রাত করে, তারা শিরক করে। সুতরাং সালাত বা নামাজ আদায় করলেই হবে না, সেই সালাত বা নামাজের ভিতর হুজুরি থাকতে হবে। আবি হুরায়রা (রা:) বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সঃ) ফরমান– নামাজের ভিতরে শয়তান বেশি ধোকা দেয়। নামাজে হুজুরি আনয়ন করা কোন সহজ কাজ নয়, নামাজের ভিতরে অনেক সময় জাগতিক ২-এর পাতায় দেখুন

কুতুববাগী মুর্শিদ আমার

সেহাঙ্গল বিপ্লব

যাঁর কিরণে পৃথিবী আলোকময়
সেই নবীকে পেতে হলে মুর্শিদ ধরতে হয় ॥

বন্ধ ঘরের মনের তালা
না খুললে যে বাড়বে জ্বালা
তোমার সেই চিন্তা কি হয়?
মুর্শিদের মাঝে আল্লাহ-নবী ভিন্ন কিছু নয় ॥

কাল্বের মুখে সদা নাম শুনি যাঁর
স্রষ্টা তুমি হে মাওলা পরওয়ারদিগার
তোমার নামের প্রেমের সুধা আমরা করি পান
আল্লাহ আল্লাহ জিকির করো, বলেন কেবলাজান।

কামেল পীরের ছোঁয়া পেলে
কাল্বের চোখে আলো জ্বলে।
হুঁশ দরদমের জিকির কর জয়,
মুর্শিদের মাঝে আল্লাহ-নবী ভিন্ন কিছু নয় ॥

কুতুববাগী মুর্শিদ আমার
মহব্বতের বিত্ত খামার
সেই খামারে হাশর-নশর নসিব যেন হয়
মুর্শিদের মাঝে আল্লাহ-নবী ভিন্ন কিছু নয় ॥

আমার মুর্শিদ আমার ইহকাল-পরকাল

বাদল চৌধুরী

আমার মাথার তাজ, নয়নের মণি, হৃদয়ের স্পন্দন, আঁধার পথের আলোকবর্তিকা, ইহকাল-পরকালের বান্ধব, প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগীর রাঙা-চরণে শত কোটি ভক্তি রেখে, সত্য তরিকায় বাইয়াত হওয়ার পরে আমার উপলব্ধির কিছু কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, আলহাজ মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের সঙ্গে, আমার প্রথম সাক্ষাৎ এর কথাই আজ সবিনয়ে জানাতে চাই। প্রায় বছর খানেক আগে– এক শুভক্ষণে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন অত্যন্ত দয়া করে, যুগের শ্রেষ্ঠতম সাধক, হেদায়েতের হাদি, নকশবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বর্তমানে একমাত্র খেলাফতপ্রাপ্ত পীর-মুর্শিদ বা ধারক ও বাহক খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের পবিত্র সান্নিধ্যে আসার তৌফিক দান করেন।

খাজাবাবা কুতুববাগীর সন্ধান আমাকে দিয়েছেন, প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও কবি নাসির আহমেদ এবং বন্ধুবর কবি সেহাঙ্গল বিপ্লব। জীবনের এক কঠিনলগ্নে খাজাবাবার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। পারিবারিক কারণে আমি তখন নানামুখী হতাশায় নিমজ্জিত। একদিন চ্যানল আইয়ে আমার সহকর্মী বন্ধুবর কবি সেহাঙ্গল বিপ্লবকে সমস্যার কথা বলতে গেলে, তেমন একটা না শুনেই আমাকে কুতুববাগ দরবার শরীফে আসার কথা বলেন এবং এটাও জানান যে- শান্তির আসল ঠিকানা খাজাবাবা কুতুববাগী ও কুতুববাগ দরবার শরীফ। এর দুইদিন পর বন্ধুকে ফোন দিই এবং বাসা থেকেই অজু করে দরবার শরীফে আসি। দশম তলায় সরাসরি খাজাবাবার হুজরা শরীফে যাই। মুর্শিদের পবিত্র চরণ ছুঁয়ে সালাম করলাম। মুহূর্তে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম! মনে হলো, সারা শরীরে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার– আমি খাজাবাবার হুজরা শরীফে প্রবেশমাত্র তাঁর নূরানী চেহারা মোবারক দেখে সত্যি ভীষণ পুলকিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছে– এমন সৌম্যকান্ত দীপ্তিময় মুখশ্রী কোনো সাধারণ মানুষের হতে পারে না।

খাজাবাবার চেহারা মোবারক থেকে যেন, জোছনার স্নিগ্ধ কোমল আলোর রক্তিম আভা বের হয়ে, ঘরময় সকলকে আলোকিত করছিলো। ভক্তিতে আমার সর্বাঙ্গ শিহরিত হলো। মনে হলো, আমি যেন অলৌকিক জ্যোর্তিময় কোনো মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেছি। আমার পারিবারিক পরিচয় ও পেশাসহ অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলেন। খাজাবাবার কণ্ঠস্বর এমন মধুর আর এত ছোট ছোট বাক্যে ধীরস্বরে কথা বলেন, যা শুনলে মুগ্ধ হবেন যে কেউ! ২-এর পাতায় দেখুন

তরিকার রাস্তায় সাধনাই মূখ্য

এইচ মোবারক

কোন সাধনাই সরল নয়। সব সাধনার পিছনেই কিছু গোপনীয় তথ্য-সূত্র থাকে, যার সঠিক প্রয়োগের কৌশল কেবল 'কামেল গুরু' বা সাধকগণই জেনে থাকেন। মানবজীবনে ইসলাম ধর্মের অন্যতম উপহার হচ্ছে সূফীবাদ। স্রষ্টা বা পরম সত্তার সাথে মিলনই সূফী সাধনার মূল লক্ষ্য। এ সাধনায়রত সাধককে অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়। সূফীবাদের সাধনার মধ্য দিয়েই নিজ আত্মাকে অন্ধকারাছন্ন পরিবেশ থেকে আলোকিত সড়কের দিকে ধাবিত করা সম্ভব। সূফীবাদের ভাষায় একটা কথা খুবই স্পষ্ট, তা হলো নিজেকে চিনো বা জানো। নিজের মধ্যেই আল্লাহ্র বাসস্থান। আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা নিজের অন্তর দৃষ্টিকে উন্নত করতে পারলে হৃদয়ের আয়নায় আল্লাহ্র মহিমা প্রতিফলিত হয়। তাই, তরিকার রাস্তায় সাধনাকেই মূখ্য বলে মূল্যায়ন করা শ্রেয়। তাতে স্বাদ এবং সাধনা দুই পূর্ণতা পায়। এ মতবাদের আওতাভূক্ত হওয়া খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু সূফীবাদের প্রচার ও প্রসারের দাওয়াত দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়া একেবারেই সহজ নয়। কারণ এখানে রয়েছে নানা ধরনের প্রতিকূলতা, বিশেষ করে এক শ্রেণির মানুষের একগুয়েমী মনোভাব এবং বর্তমান সমাজে বিরাজমান অসামাজিক ও বিভ্রান্তকর কূ-প্রভাবের বিস্তার। আমাদের সমাজে আধুনিকতার নামে যে সমস্ত কার্যকলাপ সংগঠিত হচ্ছে, তা শিষ্টাচারের অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের প্রত্যেককেই আধুনিক হতে হবে। তাই বলে এ নয় যে, আধুনিকতার দোহাই দিয়ে, যা ইচ্ছা তাই করা যাবে। নষ্ট আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে রক্ষা করবে সূফীবাদের শিক্ষা।

> আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা নিজের অন্তর দৃষ্টিকে উন্নত করতে পারলে হৃদয়ের আয়নায় আল্লাহ্র মহিমা প্রতিফলিত হয়। তাই, তরিকার রাস্তায় সাধনাকেই মূখ্য বলে মূল্যায়ন করা শ্রেয়। তাতে স্বাদ এবং সাধনা দুই পূর্ণতা পায়

বর্তমান বিশ্বে নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও দয়াল নবীর সত্য তরিকার আলো পৌঁছে যাচ্ছে দিক থেকে দিগন্তে। একটি কথা না বললেই যে নয়, পবিত্র কোরআন ও হাদিসের নির্যাস- এ বাণী সচরাচর কোন সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা প্রচার বা প্রসার ঘটানো সম্ভব নয়। কেননা এ শিক্ষার মধ্যে রয়েছে– আধ্যাত্মিক ধ্যান-জ্ঞান, ক্লান্তিহীন সাধনা, শরিয়ত-তরিকত-হাকিকত ও মারেফতের গভীরে প্রবেশ পথ। দিলকে পরিস্কার করা আমাদের প্রত্যেকের জন্যই জরুরী। কুতুববাগী কেবলাজান শিক্ষা দেন, দিল পরিস্কার না হলে, আত্মাকে শুদ্ধ করা যায় না। আর তাই সর্বপরি আত্মাকে পরিস্কার করার স্থান হলো কামেল গুরুর পাঠশালা। এর মূলে একটি শপথ বা বাইয়াতের পথ বা পদ্ধতিকে অবলম্বন করেই নিজকে ওই পাঠশালায় ভর্তি করাতে হয়। কেবলাজান বিভিন্ন তালকীন সভায় আল্লাহ ও রাসুলপ্রেমী আশেকদের বলে থাকেন, 'অন্তরাত্মা পবিত্র করতে হলে সর্বপ্রথমে অহংকার দূর করা দরকার'। অন্ধকার মনকে শূন্যতায় ভরে দেয়। এ শূন্যতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে কোন ইবাদতই সফল হবে না। কেবলাজানের সত্য তরিকায় আমরা এ শিক্ষাই পাই। এ কারণে নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে হবে কামের গুরু বা মুর্শিদের কাছে। আল্লাহর সঙ্গে মিলনের যথার্থ দিককে বলা হয় ফানা কিংবা বিলীন, যার আভিধানিক অর্থ, তিরোধান বা ধ্বংস, এখানে জাগতিক বিষয়ের সকল চাওয়া পাওয়ার অবসান হয়। গুরুর হাতে সোপর্দ করে নিজেকে মৃত মনে করতে হবে। যাকে বলে মরার আগে মরা। তবেই পূর্ণ হবে সাধনার পথ। পূর্ণতা হাসিলের জন্য দেহ-মন সর্বদাই পবিত্র রাখার চেষ্টা করতে হবে, কারণ অন্তরের পবিত্রতার উপর নির্ভর করেই আল্লাহ্ ও রাসুল (সঃ) তথা কামেল গুরুদের সু-দৃষ্টি প্রতিবিম্বিত হবে। সূফীবাদের সাধনার মূল উদ্দেশ্য পরম সত্তার নিকট আত্মসমর্পণ। তাই কামেল পীর-মুর্শিদ বা গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে, গুরুর দেয়া আদেশ, উপদেশ ও শিক্ষা অনুযায়ী পথ চলতে হবে। যিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সঠিকভাবে পালন করার প্রশিক্ষণ দেন এবং দয়াল নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সত্য বাণী প্রচার করেন, এমনই একজন পথপ্রদর্শক আমার কামেল মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী। যিনি সত্য, ন্যায় ও শান্তির ধর্ম ইসলামের সত্য তরিকার বাণী প্রচার ও প্রসারে লাখ লাখ আশেক-জাকের-মুরিদ সঙ্গে নিয়ে বিশ্বময় অবিরাম কাজ করে চলেছেন...।

কুতুববাগ দরবার শরীফে এসে আমি আমার গুরুর শিষ্যত্ব লাভের মধ্য দিয়ে কিছুটা হলেও সাধনা সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হচ্ছি। সাধনার রাস্তায় মাত্র আমি শিশু শ্রেণির ছাত্র। জেনেছি– 'সূফীবাদই শান্তির পথ' (–খাজাবাবা কুতুববাগী), এ সত্য চর্চার মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত শান্তির সুশীতল পাহাড়। যে পাহাড়ের চূড়ায় আসন পেতে বসে অপেক্ষা করছেন, আশেকপ্রিয় লক্ষ-লক্ষ ভক্ত মুরিদের নয়নের মনি, খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুর। আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর এই যে অপেক্ষা, এ অপেক্ষার ভার দিয়ে আল্লাহতায়া'লা তাঁকে নিযুক্ত করেছেন। তিনি আহ্বান করেন চিরসত্য ও সুন্দরের পথে। আমি অধম, তাই মুর্শিদের চরণে নিজকে সমর্পণ করেছি। তাঁর দোয়ার বরকতে বিগত দিনের ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্তি এবং মুর্শিদের ৩-এর পাতায় দেখুন

HLM Developer & Builders
HAZI LAT MIAH DEVELOPER & BUILDERS LIMITED

মোহাম্মদপুরে নিজস্ব জমিতে সুন্দর লোকেশন, মনোরম পরিবেশ ও আকর্ষণীয় মূল্যে তৈরি ফ্ল্যাট বিক্রি চলছে...

আগ্রহী ক্রেতাগণ অতি সত্তর যোগাযোগ করুন

CONTACT US

Plot # 228/ A Road # 6
Mohammadi Housing Ltd. Mhoammadpur, Dhaka-1205
Telephone : ++ 880208125330, +8802-8105026
Email :
info@hlmdeveloperandbuilders.com Web :

সম্পাদক : নাসির আহমেদ, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.